36755 - কোরবানীর পশুর শর্তাবলি

প্রশ্ন

আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে ও আমার সন্তানদের পক্ষ থেকে কোরবানী করার নিয়ত করেছি। কোরবানী করার কি বিশেষ কোন নিয়ম আছে? নাকি আমি যে কোন ছাগল দিয়ে কোরবানী করা সহিহ হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

কোরবানীর পশুর ক্ষেত্রে ৬ টি শর্ত রয়েছে:

এক:

'আনআম' শ্রেণীর চতুষ্পদ জন্তু হওয়া। আনআম হচ্ছে- উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "আর আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য 'মানসাক' এর নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ 'আনআম' শ্রেণীর যে চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সে সবের উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।"[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৩৪]

আয়াতে بهيمة الأنعام (বাহিমাতুল আনআম) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল। আরবের কাছে بهيمة الأنعام এর এ অর্থই পরিচিত। এটি হাসান, কাতাদা ও আরও অনেকের অভিমত।

দুই:

শরিত নির্ধারিত বয়সে পৌঁছা। ভেড়া হলে 'জাযআ' হওয়া (অর্থাৎ ছয়মাস পূর্ণ হওয়া)। আর অন্য শ্রেণীর হলে 'ছানিয়্যা' হওয়া (অর্থাৎ এক বছর পূর্ণ হওয়া)। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "তোমরা মুসিন্না (পূর্ণ বয়স্ক) হওয়া ছাড়া কোন প্রাণী জবাই করবে না। তবে তোমাদের জন্য কঠিন হয়ে গেলে ছয় মাস বয়সী ভেড়া জবাই করতে পার"।[সহিহ মুসলিম]

মুসিন্না (পূর্ণ বয়স্ক) হচ্ছে- 'ছানিয়্যা' ও 'ছানিয়্যা' এর চেয়ে বেশি বয়স্ক পশু। আর 'জাযআ' হচ্ছে- 'ছানিয়্যা' চেয়ে কম বয়স্ক পশু।

উটরে ক্ষত্রেে ‘ছানয়িযা’ হচ্ছে- যে উটরে পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ছে।

গরুর ক্ষত্রেে ‘ছানয়িযা’ হচ্ছে- যে গরুর দুই বছর পূর্ণ হয়ছে।

ভড়ো ও ছাগলরে ক্ষত্রেে ‘ছানয়িযা’ হচ্ছে- যার এক বছর পূর্ণ হয়ছে।

আর ‘জাযআ’ হচ্ছে- যে পশুর ছয় মাস পূর্ণ হয়ছে।

সুতরাং উট, গরু ও ছাগলরে ক্ষত্রেে ‘ছানয়িযা’ এর চয়েে কম বয়সী পশু দয়িে কোরবানী শুদ্ধ হবে না। আর ভড়োর ক্ষত্রেে ‘জাযআ’ এর চয়েে কম বয়সী পশু দয়িে কোরবানী হবে না।

তনি:

কোরবানীর পশু ঐ সব দোষ-ত্রুটি মুক্ত হওয়া যগেুলোর কারণে কোরবানী আদায় হয় না; এমন ত্রুটি ৪টি:

১। চোখে স্পষ্ট ত্রুটি থাকা: যমেন চোখ একবোরে কোটররে ভতেরে ঢুকে যাওয়া কংিবা বোতামরে মত বরে হয়ে থাকা কংিবা এমন সাদা হয়ে যাওয়া য, সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় য, চোখে সমস্যা আছ।

২। সুস্পষ্ট রুগ্নতা: য রোগরে প্রতক্রিয়িা পশুর উপরে ফুটে উঠ। যমেন, এমন জ্বর হওয়া যার ফলে পশু চরতে বরে হয় না ও খাবারে তৃপ্তি পায় না। এমন চর্মরোগ যা পশুর গোশত নষ্ট করে দয়ে কংিবা স্বাস্থ্যরে ক্ষতি করে।

৩। স্পষ্ট খোঁড়া হওয়া: যার ফলে পশুর স্বাভাবকি হাঁটা-চলা ব্যাহত হয়।

৪। এমন জীর্ণ-শীর্ণতা; যা অস্থরি মজ্জা নঃিশষে করে দয়ে।

এ সংক্রান্ত দললি হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোরবানীর ক্ষত্রেে কোন ধরণরে পশু পরহিার করতে হবে এ সম্পর্কে জজ্ঞিাসা করা হলে তনিি হাত দয়িে ইঙ্গতি করে বলনে: “চারটি: পঙ্গু; যার পঙ্গুত্ব স্পষ্ট, চোখে সমস্যাযুক্ত; যে সমস্যা স্পষ্ট, রোগাক্রান্ত; যার রোগ স্পষ্ট, এবং দুর্বল; যার অস্থি-মজ্জা নইে”।[ইমাম মালকে ‘মুয়াত্তা’ গ্রন্থে বারা বনি আযবে (রাঃ) থকেে হাদসিটি সংকলন করনে। সুনান গ্রন্থসমূহরে অপর একটি রওেয়ায়তেে এসছেে তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরে মাঝে দাঁড়য়িে বললনে: “কোরবানীর ক্ষত্রেে চার ধরণরে পশু জায়যে হবে না” এরপর তনিি অনুরূপ হাদসি উল্লখে করনে।[আলবানী ‘ইরওয়াউল গাললি’ গ্রন্থে (১১৪৮) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

এ চারটি ত্রুটি থাকলে সে পশু দয়িে কোরবানী দয়ো জায়যে হবে না। এ ত্রুটগিুলোর সমপর্যায়রে কংিবা এগুলোর চয়েে

মারাত্মক অন্য ত্রুটসিমূহকওে এ ত্রুটগিুলোর অধভিুক্ত করা হবে। সে রকম কছিু ত্রুটি নম্নিরূপ:

১। অন্ধ পশু; যে তার দুই চোখে কছিুই দখেে না।

২। যে পশু তার সাধ্যরে অতরিক্তি খাবার খয়েছে; যতক্ষণ না তার তরল পায়খানা হয়ে সে আশংকামুক্ত হয়।

৩। যে পশু গর্ভবতী; কন্তিু পশুটি শংকার মধ্যে রয়ছে; যতক্ষণ না তার শংকা দূরীভূত হয়।

৪। গলায় ফাঁস লগেে কংিবা উপর থকেে পড়ে যে পশু আহত হয়ে মৃত্যুপথ-যাত্রী যতক্ষণ না সে পশু শংকামুক্ত হয়।

৫। যে পশু কোন রোগজনতি কারণে হাঁটতে অক্ষম।

৬। সামনরে এক পা কংিবা পছিনরে এক পা কর্ততি পশু।

এ ত্রুটগিুলো যদি পূর্বে হাদসিে উল্লখেতি ত্রুটগিুলোর সাথে একত্রতি করা হয় তাহলে সর্বমোট ১০ টি ত্রুটি হবে; যগেুলোর কারণে কোন পশুকে কোরবানী করা জায়যে হবে না। উল্লখেতি ৬ টি এবং ইতপিূর্বে উল্লখেতি ৪ টি।

চার:

পশুটি কোরবানীকারীর মালকিানাধীন হতে হবে। কংিবা শরয়িতরে পক্ষ থকেে সে অনুমতপ্রিাপ্ত হতে হবে কংিবা মালকিরে পক্ষ থকেে অনুমতপ্রিাপ্ত হতে হবে। অতএব, যে ব্যক্তি যে পশুর মালকি নয় তার জন্য সে পশু দয়িে কোরবানী দয়ো জায়যে হবে না; যমেন- ছনিতাইকৃত পশু, চুরকিৃত পশু কংিবা অন্যায় মামলা দয়িে প্রাপ্ত পশু ইত্যাদি। কনেনা কোন পাপ দয়িে আল্লাহ্র নকৈট্য হাছলি করা শুদ্ধ নয়।

ইয়াতমিরে অভভিাবক যদি প্রচলতি প্রথা অনুযায়ী ইয়াতমিরে সম্পদ থকেে কোরবানী করে তাহলে সে কোরবানী সহহি হবে; যদওি কোরবানী করতে না পারার কারণে ইতপিূর্বে সে ছলি ভগ্নহৃদয়।

কোন প্রতনিধিি তার নয়িোগকারীর পক্ষ থকেে কোরবানী করলে সটো সহহি হবে।

পাঁচ:

কোরবানীর পশুর সাথে অন্য কারো অধকিার যনে সম্পৃক্ত না থাকে; এ কারণে বন্ধককৃত পশু দয়িে কোরবানী করা জায়যে হবে না।

ছয়:

শরয়িত নর্িধারতি সময়সীমার মধ্যে পশুটকিে কোরবানী দতিে হবে। এ সময়সীমা হচ্ছে- ঈদরে দনি ঈদরে নামাযরে পর থকেে তাশরকিরে দনিগুলোর সর্বশষে দনিরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তাশরকিরে সর্বশষে দনি হচ্ছে- ১৩ ই যলিহজ্জ। সুতরাং কোরবানী দয়োর সর্বমোটে দনি সংখ্যা হচ্ছে- ৪ দনি। ঈদরে দনি ঈদরে নামাযরে পর থকেে পরবর্তী ৩ দনি। তাই কউে যদি ঈদরে নামাযরে আগে কংিবা ১৩ ই যলিহজ্জরে সূর্যাস্তরে পরে কোরবানী করে তাহলে তার কোরবানী শুদ্ধ হবে না। দললি হচ্ছে- সহহি বুখারীতে এসছেে বারা বনি আযবে (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি বলনে: "যে ব্যক্তি নামাযরে পূর্বে জবাই করছেে সে তার পরবিাররে জন্য গোশত পশে করল ঠকি; কন্িতু এটা কোরবানীর কছিুই নয়"। জুনদুব বনি সুফয়িান আল-বাজালি (রাঃ) বর্ণনা করনে যে, তনিি বলনে: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে উপস্থতি ছলিাম; তনিি বলনে: "যে ব্যক্তি নামাযরে আগে জবাই করছেে সে যনে এর বদলে অন্য একটি পশু জবাই করে"। নুবাইশা আল-হুযালি (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "তাশরকিরে দনিগুলো হচ্ছে- পানাহার ও আল্লাহ্র যকিরিরে দনি"।[সহহি মুসলমি]

কন্িতু, কোন ওজররে কারণে কারো যদি তাশরকিরে দনিগুলোর চয়েে বশেি বলিম্ব হয়ে যায় এতে কোন অসুবধিা হবে না; যমেন- অবহলো না করা সত্ত্বওে কারো কোরবানীর পশুটি পালয়িে গলে এবং কোরবানীর সময় শষে হয়ে যাওয়ার পর সে পশুটি পাওয়া গলে। কংিবা যাকে কোরবানী করার দায়ত্বি দয়ো হয়ছেলি তনিি ভুলে গলেনে এবং এর মধ্যে কোরবানী করার সময় পার হয়ে গলে সক্ষেত্রেে সময়রে পরে জবাই করতে কোন অসুবধিা নইে। এ মাসয়ালাটকিে কয়িাস করা হয়ছেে ঐ মাসয়ালার উপর: যে ব্যক্তি নামায না পড়ে ঘুময়িে পড়ছেে কংিবা নামাযরে কথা ভুলে গয়িছেে সে ব্যক্তি যখন জগেে উঠে কংিবা তার স্মরণে পড়ে তখনি সে নামায পড়ে।

নর্িধারতি দনিগুলোতে রাতে কংিবা দনিে কোরবানীর পশু জবাই করা জায়যে হবে। তবে, দনিে জবাই করা শ্রয়ে। আর ঈদরে দনি খোতবার পর পর জবাই করা উত্তম। আগরে দনিে জবাই করা পররে দনিে জবাই করার চয়েে উত্তম। যহেতেু এতে নকেীর কাজে দ্রুত সাড়া দওেয়া হয়।